সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা ❑ মাঘ-১৪৩১, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮

নাটায় "Induction Training for 43rd BCS ... ৩

পেঁয়াজের বীজ ও কন্দ উৎপাদনকারীর সাথে ... ৪

মানিকগঞ্জ "Homestead Gardening for food ... ৫

ঝালকাঠিতে কৃষিসিনেমা কুইজের অনুষ্ঠানে ডিএইর ... ৭

কৃষি বিষয়ক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে– মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষি বিষয়ক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পেলে কৃষক উপকৃত হবে ও উৎপাদন বাড়বে। মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা ২২ জানুয়ারি ২০২৫ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস পরিদর্শন উপলক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে উপদেষ্টা বলেন, কৃষি আমাদের প্রাণ। কৃষিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। স্বাধীনতার সময় আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, সে সময় যে পরিমাণ কৃষি জমি ছিল এখন কিন্তু কমে গেছে, এখন জনসংখ্যা প্রায় আঠারো কোটি হয়ে গেছে। কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা পরিশ্রম করে এ বিশাল জনগণের খাদ্য চাহিদা জোগান দিচ্ছে। কৃষকদের যে কোন সমস্যার কথা বেশি করে তুলে ধরার জন্য তিনি সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আমাদের উপকার করে। আমরা ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে পারি। কৃষির উপর ভালো খবর ও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করার উপর উপদেষ্টা গুরুত্বারোপ করেন। চালের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস পরিদর্শন উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

গবেষণার ফলাফল কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে- মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) নব নির্মিত মৃত্তিকা ভবন উদ্বোধন করেন

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষিখাতের অগ্রগতি টিকিয়ে রাখতে গবেষণার বিকল্প নাই। গুণগত গবেষণা করে ফলাফল কৃষকের মাঝে এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

রাজশাহীতে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টার মতবিনিময় সভা ও ফসলের মাঠ পরিদর্শন

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (অব.)

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় রাজশাহী, সম্মেলন কক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কৃষি বিষয়ক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায়

দ্বিতীয় পাতার পর

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, যে পরিমাণ ধান ক্রয় করার কথা সে পরিমাণ এখনও সংগ্রহ হচ্ছে না। ধানের দাম আমরা গত বছরের চেয়ে কেজি প্রতি তিন টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। মোটা চালের দাম কিছুটা কমেছে, চিকন চালের দাম বাড়তি আছে। চালের দামহ্রাসে সরকার সচেষ্ট আছে। সিন্ডিকেট নিয়ে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা দৃশ্যমান তেমন কোনো সিন্ডিকেট চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে কোনো সিন্ডিকেট হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। দিনের অপর কর্মসূচিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পরিদর্শনকালে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা সাম্প্রতিক সংকটের সময় সবজির ওএমএস কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। রোজার সময় এ কর্মসূচী আবারও চালু করা হতে পারে বলে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা জানান। কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যে পায় সে বিষয়ে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য কৃষি বিপণন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। পরিদর্শনকালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রেস ভবন পরিদর্শন করছেন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

গাজীপুরের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমীর (নাটা) দ্বকালয় অডিটোরিয়ামে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ৪৩তম ব্যাচের নব্য নিয়োগ প্রাপ্ত ১৭৪জন কর্মকর্তাদের ইনডাকশন ট্রেনিং কোর্সের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় Extension Lecture প্রদান করেন কর্মশালার প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রেহানা ইয়াছমিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: ছাইফুল আলম, নাটার মহাপরিচালক মো: আব্দুর রহিম, ডিএই এর পরিচালক ড. মো সাহিনুল ইসলাম। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত- ছিলেন। কর্মশালা শেষে প্রধান অতিথি সবার সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন। এর পরে তিনি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ) কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করবেন (২৯ জানুয়ারি ২০২৫)। *সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃতসা, ঢাকা*

রাজশাহীতে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টার মতবিনিময়

দ্বিতীয় পাতার পর

(অব.) মহোদয়ের সাথে রাজশাহী বিভাগের আট জেলার স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আফিয়া আখতার, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী মহোদয়ের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ মহাপরিদর্শক জনাব বাহারুল আলম বিপিএম, বিভাগীয় কমিশনার জনাব খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব), প্রিন্সিপাল, সারদা পুলিশ একাডেমি; চেয়ারম্যান, বিএমডিএ, রাজশাহী; জনাব মো: ওবায়দুর রহমান মন্ডল, পরিচালক, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) রাজশাহীর পবা উপজেলার আলুর মাঠ পরিদর্শন করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন, আগে সাত কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে হিমসিম খেতে হতো এখন আঠারো কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে আর হিমসিম খেতে হয় না। কৃষির এই উন্নতি সকলের দৃশ্যমান। কৃষি বিভাগের উদ্যোগের ফলে কৃষকদের শীতকালীন শাকসবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সারের কোন সংকট নেই। সার ও বীজ নিয়ে কেউ যেন সিন্ডিকেট করতে না পারে উপস্থিত সবাইকে সজাগ থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, আসন্ন রমজান মাসে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের কোন প্রভাব পড়বে না। এছাড়াও তিনি রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর নির্দেশ দেন। সভায় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের জনগণের সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্বন্ধে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মতবিনিময় সভা শেষে তিনি রাজশাহীর পবা উপজেলার আলুর মাঠ পরিদর্শন করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়াও মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক, বিএমডিএ, রাজশাহী; অতিরিক্ত পরিচালক, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চল, ডিএই ; বিজিবি, রাজশাহীর সেক্টর কমান্ডার; বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহীর জেলা প্রশাসক, এসপি, উপপরিচালক (ডিএই), কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ; প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীবৃন্দ। *(১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫), কৃষিবিদ মোঃ শরিফুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী।*

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত (শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

নরসিংদীতে বাণিজ্যিকভাবে সূর্যমুখীর উৎপাদন

সূর্যের মতোই যেন ফুটন্ত সূর্যমুখী ফুল। বিশাল মাঠ জুড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে যেন মনে হয় মাঠজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একেকটি সূর্য। অপরূপ এক সৌন্দর্যের লীলাভূমি যেন সূর্যমুখী ফুলের বাগান।

নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি মেঘনা নদীতে নির্মিত সেতুর উত্তর পাশে বিশালাকার চরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে সূর্যমুখী কর্নার। এখানে প্রায় হাজার বিঘা চরের জমি বছরের একটি সময় পতিত থাকে। এই জমিকে কাজে লাগানোর জন্য স্থানীয় এক যুবক কৃষি বিভাগের পরামর্শে এলাকায় ২০ জমিতে চাষ হয়েছে। মেঘনা নদীর তীরে ঢালু জমিতে সূর্যমুখী চাষের জন্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

বাগান মালিক তহিদুল ইসলাম মাসুম বলেন, তেলবীজ সংগ্রহের আশায় গড়ে তোলা হলেও এখন স্থানীয়দের বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ফুল বাগান। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব বয়সের নারী পুরুষ এখানে ঘুরতে আসেন। আমাদের এখানে প্রায় ২০ জন কর্মচারী রয়েছেন। ২০ জন কর্মচারীর বেতন-ভাতাসহ আনুষঙ্গিক খরচ দর্শনার্থীদের বাগানে প্রবেশ টিকিটের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন ১০০০ থেকে ১২০০

বিঘারও উপরে জমিতে চাষ করেন সূর্যমুখীর। প্রথমে ৫ বিঘা দিয়ে চাষাবাদ শুরু করে লাভবান হওয়ায় লিজ নিয়ে বাগানের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। এবারও ভালো ফলন পাব বলে আশাবাদী কৃষক মাসুম।

নরসিংদীর কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডা. মুহাম্মদ আজিজুর রহমান বলেন, জেলায় ২০ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখীর চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে ১৮ হেক্টর দর্শনার্থী আসেন এখন দর্শনার্থীদের কাছ থেকে মাসে আয় হয় প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ টাকা।

দেশে আদর্শ মানের ভোজ্যতেল হিসেবে সূর্যমুখী বাগানের পরিধি যেমন বাড়ছে, তেমনি এটিকে বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন স্থানীয়রা। আর কৃষকদের সূর্যমুখী বাগান থেকে ভোজ্যতেলের পাশাপাশি বাগানে ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের কাছ থেকে হচ্ছে বাড়তি আয়।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

নাটায় "Induction Training for 43rd BCS (Agriculture) Cadre Officers" প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, অডিটোরিয়ামে ৪৩তম কৃষি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের ইন্ডাকশন ট্রেনিং এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সম্মানিত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, অডিটোরিয়ামে ৪৩তম কৃষি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের "Induction Training for 43rd BCS (Agriculture) Cadre Officers" শীর্ষক Inaugural Ceremony উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। এগিয়ে নিয়ে এ সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সাইফুল আলম, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানা। দীপঙ্কর বিশ্বাস, যুগ্মসচিব, সম্প্রসারণ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মোহাম্মদ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানের সাথে ৪৩তম কৃষি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তাদের ফটোসেন

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, নবীন কর্মকর্তারা আগামীর ভবিষ্যৎ। আগামীতে সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়তে ও কৃষিক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ এসেছে। একমাত্র কৃষি ক্যাডারেই কৃষকের পাশে থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে কৃষকের পাশে থেকে কৃষিকে আলম শরীফ খান, উপপরিচালক, কোর্স পরিচালক, নাটা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক মো: আব্দুর রহিম। অনুষ্ঠানে ৪৩তম কৃষি ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্ত ১৭৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। (রবিবার, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫)

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে অধিক উৎপাদনমুখী করতে হবে– অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অধিশাখার অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাকির হেসেন বলেছেন, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে হবে। জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হবে। কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে তাদেরকে অধিক উৎপাদনমুখী করতে হবে। তিনি ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ দুপুরে যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের হলরুমে জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের অঞ্চল ও জেলা প্রধানদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথি এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি আরো বলেন, বিগত

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পুষ্টি কর্নার : পেয়ারা

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ পেয়ারাকে বহুবিধ গুণের কারণে মিসরীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ৫.৪ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৩ কিলোক্যালরি, পানি ৮১.৪ গ্রাম, আমিষ ১.০ গ্রাম, চর্বি ০.৫ গ্রাম, শর্করা ১০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৭ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ৩৩ গ্রাম, ভিটামিন ই ০.৭৩ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.২১ গ্রাম, রাইবোফ্লাবিন০.০৯ গ্রাম, ভিটামিন সি ২২৮.৩ পেয়ারার শিকড়, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ক ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে ভালো কাজ করে। ক্ষতস্থানে থেঁতলানো পাতার প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়, বাংলাদেশের সবখানেই কমবেশি পেয়ারার চাষ হয়। তবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, গাজীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলা উল্লেখযোগ্য।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

পেঁয়াজের বীজ ও কন্দ উৎপাদনকারীর সাথে অতিরিক্ত সচিবের মতবিনিময়

মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

পাবনা জেলায় পেঁয়াজ বীজ ও কন্দ উৎপাদনকারী চাষিদের নিয়ে উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভা ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ সকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বেড়া উপজেলার পুরান মাসুমদিয়া ও সুজানগর উপজেলার হুদারপাড়া গ্রামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাকির হোসেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

গবেষণার ফলাফল কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে

প্রথম পাতার পর

ছড়িয়ে দিতে হবে। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাজধানীর ফার্মগেটস্থ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের নব নির্মিত মৃত্তিকা ভবন উদ্বোধন ও পরিদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। এসময় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প নেওয়ার সময় কৃষি জমি রক্ষার বিষয়ে ভাবতে হবে। কোন ভাবেই যেন স্থাপনা নির্মাণ করতে গিয়ে কৃষি জমি নষ্ট না হয়।

কৃষিখাতের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষিখাতই সবেচেয়ে সফল। জমি আর বাড়বেনা কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তেই থাকবে, তাই কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমাদের তেল, ডাল, ছোলা প্রভৃতি আমদানি করতে হয়। দেশে উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি কমাতে হবে। কৃষক যে ফসলে লাভ বেশি পান সে ফসল চাষ করেন। অপ্রচলিত কিন্তু প্রয়োজনীয় এসব ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পার্বত্য এলাকায় বনায়নের সাথে সাথে ফলজ গাছও লাগানোর উপর জোর দেয়ার পরামর্শ দেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা।

বাজারে সবজির দাম প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, যখন মৌসুম থাকেনা ও এক মৌসুম থেকে অন্য মৌসুম শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে সবজির বাজার চড়া থাকে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে শাক সবজি ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হিমাগার তৈরি করা হচ্ছে।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা কৃষিখাতের অবদানের তুলনায় স্বীকৃতি ও পুরস্কার কম উল্লেখ করে বলেন, কৃষি ও কৃষকের কথা বলতে হবে, এ খাতকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এর আগে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা নব নির্মিত মৃত্তিকা ভবনের উদ্বোধন করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সুনামগঞ্জে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা চত্বরে ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমার্জেন্সি এসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট (ফ্রিপ) প্রকল্পের আওতায় সোমবার ০৩ জানুয়ারী সকাল দশটায় কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০২৫ উদ্বোধন করা হয়।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কৃষি প্রযুক্তি মেলা ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জনাব ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।

তিনি বলেন সুনামগঞ্জ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলা, এখান থেকে অন্য জেলায় বিশেষ করে ধান সরবরাহ করা হয়। প্রাকৃতিক পুষ্টি সম্পন্ন মাছের ৮০ ভাগ এখান থেকে পাওয়া যায়। এর জোগান আরও বাড়াতে হবে। আমরা জানি কৃষি বিভাগ অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মিলে আরও ভালো ভালো কাজ করতে হবে। কৃষি বিভাগ এ অঞ্চলে সরিষা চাষকে অনেক জনপ্রিয় করেছেন, আগামীতে আরও জনপ্রিয় হবে। তিনি আরও বলেন আমি এবং উপপরিচালক মহোদয় মিলে এ অঞ্চলে তিল ফসলকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামীতে তিলের আবাদ বৃদ্ধি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতীশ দর্শী চাকমা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর উপজেলা, সুনামগঞ্জ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ বিমল চন্দ্র সোম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. রাকিবুল আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদর, সুনামগঞ্জ; কৃষিবিদ শেফাউর রহমান, সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), সুনামগঞ্জ ও কৃষিবিদ নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা, সদর, সুনামগঞ্জ।

মেলা পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি জনাব ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মকর্তা/ কর্মচারিবৃন্দ।

উল্লেখ্য মেলায় ১৩ টি স্টল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বস্তা পদ্ধতিতে সবজি/আদা চাষ, আধুনিক কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শন, শষ্য বিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে আবাদ বৃদ্ধি, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, ভাসমান বেডে সবজি চাষ,একক ফল বাগান, মিশ্র ফল বাগান, সর্জন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, নিরাপদ ফসল চাষ/জৈব কৃষি, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কৃষক পরামর্শ কেন্দ্র, বসত বাড়িতে সবজি চাষ, উচ্চ মূল্যের ফসল।

আ.ন.ম বোর হান উদ্দিন ভূঞা, কৃতসা, সিলেট

মানিকগঞ্জ "Homestead Gardening for food & Nutrition Security" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মো. ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

মানিকগঞ্জে অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আয়োজনে "Homestead Gardening For food & Nutrition Security" শীর্ষক সেমিনার উপপরিচালকের কার্যালয়ে কনফারেন্স রুমে ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ আয়োজন করা হয়। অতিরক্ত উপপরিচালক (শস্য) ড. মমতাজ সুলতানার সঞ্চালনায় সমাবেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চল, ঢাকার অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক মো. ছাইফুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি,ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবু মো. এনায়েত উল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ উইং ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপন করেন ড. মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, ইফনাগ ডিএই খামারবাড়ি, ঢাকা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, জানুয়ারি -২০২১ হতে অত্র জেলায় অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আওতায় প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। চলমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮৩৫টি পুষ্টি বাগান প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। আদর্শ পারিবারিক পুষ্টি বাগানকে কেন্দ্র করে প্রর্দশনী বহিভুত কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন করার কাজ চলমান। উঠন বৈঠক ও প্রশিক্ষণ ব্যাচের সংখ্যা বাড়ানো হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ শাকসবজি ও ফলমুলের আবাদ বাড়বে। মানিকগঞ্জ জেলার তথা দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতিতে অবদান রাখা সম্ভব।

কামরুন্নাহার (কাঁকন), কৃতসা, ঢাকা

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

পেঁয়াজের বীজ ও কন্দ উৎপাদনকারী সাথে

চতুর্থ পাতার পর

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, পেঁয়াজ উৎপাদনে পাবনা জেলা প্রথম। পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে ভাল জাতকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পেঁয়াজ চাষাবাদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শুধু শীতকালে আবাদযোগ্য পেঁয়াজের বীজ বা কন্দ উৎপাদন করলেই চলবে না। গ্রীষ্মকালে আবাদ যোগ্য বীজ ও খাদ্যোপযোগী পেঁয়াজ উৎপাদন করতে হবে। বছরে পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রায় ২ হাজার মেট্রিক টন বীজের প্রয়োজন হয়। এর চাহিদা মেটাতে বিদেশ থেকে বেশি দামে আমদানী করতে হয়। নিজেরা চাষ করে বীজ উৎপাদন করতে পারলে কম দামে এবং গুণগত মানসম্পন্ন বীজ পাওয়া সম্ভব। প্রধান অতিথি আরো বলেন, পেঁয়াজ উৎপাদন করে সব পেঁয়াজ খেয়ে বা বিক্রি করলেই চলবে না। আগামী মৌসুমে চাষের জন্য বাছাই করে ভালো মানের কন্দ দেশীয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে এক তৃতীয়াংশ পেঁয়াজ পচে যায়। মাত্র ৮০ হাজার টাকা খরচে ক্ষুদ্র আকারে চাষীপর্যায়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার তৈরি করলে ৩০০ মন পর্যন্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব। পেঁয়াজ সংরক্ষণে সুষম সারের ব্যবহারের পাশাপাশি জৈবসার ও বালাইনাশক প্রয়োগের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। উঠান বৈঠকে পেঁয়াজ চাষাবাদে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা। কৃষিবিদ নুসরাত কবীর, উপজেলা কৃষি অফিসার বেড়া পাবনা এর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ ইসমাইল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল বগুড়া; অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ রোকনুজ্জামান; উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুজানগর মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ; উপজেলা কৃষি অফিসার, সুজানগর কৃষিবিদ মোঃ রাফিউল ইসলাম; কৃষিবিদ মোঃ খালেদীন আনাম, সহকারী তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা প্রমুখ এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিজ্ঞানী, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, প্রদর্শনীভুক্ত কৃষক/কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাকির হোসেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্লট পরিদর্শন করেন

পরবর্তীতে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্লট, দেশীয় পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার, এয়ার ফ্লো চেম্বার, বিএডিসি টেবুনিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম, সেভেন স্টার রাইস ব্রান অয়েল মিল পরিদর্শন এবং ঈশ্বরদী উপজেলার ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনকারী চাষিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

কৃষিবিদ মোঃ খালেদীন আনাম, কৃতসা, পাবনা

যশোরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যলয়ে প্রশিক্ষণ হলরুমে যশোর জেলায় ফুল উৎপাদনের সম্ভাবনা. সমস্যা. গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিষয়ক আলোচনা সভা ও কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. মো. মসীহুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প পরিচালক রমেশ চন্দ ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর ড. মো. মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি বলেন, গবেষণার মাধ্যমে মানসম্মত বীজ ফুল চাষিদের মাঝে বিতরণ করে ফুলের উৎপাদন বাড়ানো জন্য কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় কৃষক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। (১৭ জানুয়ারি ২০২৫)

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আয়োজনে কৃষক পর্যায়ে রবি/২০২৫-২৬ মৌসুমে সরিষার আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিতলিয়া মাঠে ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আইউব মাহমুদ। তিনি বলেন, ভোজ্য তেলের অন্যতম ফসল হলো সরিষা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরিষা চাষ বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে তেলের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি মৌচাষ নিশ্চিত করা সম্ভব। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জুবায়ের আহমেদ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কৃষি প্রকৌশলী মোঃ বদরুজ্জামান মুসলিমী, ডিএই, কুমিল্লা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ কামরুল হাসান। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা নাজমুল হাছান মজুমদারসহ এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে অধিক উৎপাদনমুখী

চতুর্থ পাতার পর

বছরগুলোর তুলনায় সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে আমাদের তেল আমদানির পরিমাণ কমেছে। চিনি আমদানি কমাতে যশোর অঞ্চলের ঐতিহ্য খেজুরের রস ও গুড়ের উৎপাদন বাড়াতে পতিত ও অব্যবহৃত জমিতে খেজুর গাছ রোপন এবং বজ্রপাত রোধ ও গুড় উৎপাদনের জন্য বেশী করে তালগাছ রোপণে উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

মতবিনিময় সভায় ডিএই যশোরের সকল উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে অতিরিক্ত সচিব সকালে যশোরের ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে কপালিয়া স্লুইজ গেটের পানি নিষ্কাশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ও বিএডিসির প্রকৌশলীসহ এলাকার জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় করেন। পরে যশোরের খয়েরতলা হর্টিকালচার সেন্টারে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় মাশরুমের গুরুত্ব ও উৎপাদন কৌশলবিষয়ক উদ্যোক্তা ও কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাকির হোসেন। এসময় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: সাইফুল আযম খান, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা। (২৫ জানুয়ারি ২০২৫), *মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা*

কৃষি ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমাতে জৈবসার ও

শেষ পাতার পর

অতিথি বলেন অসময়ে মৌমাছির খাদ্য হিসেবে চিনির পরিবর্তে আখের গুড় এবং মৌসুমি ফুল বা বারোমাসি সজিনার বৃক্ষ রোপণ বাড়াতে হবে। মধুর বহুবিধ ব্যবহার ও গুণাগুণ জানাতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরিসহ মধু মেলা করার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। প্রযুক্তি হস্তান্তরে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সব দপ্তরকে পারস্পারিক সহযোগীতা প্রদানের আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ড. কবির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কুয়াশা মাহমুদ পরিচালক(গবেষণা), বিএসআরআই, পাবনা; ড. মোছা: ইসম্মাৎ আরও, পরিচালক (প্রযুক্তি হস্তান্তর), বিএসআরআই, পাবনা; ড. মো. আলতাফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঈশ্বরদী, পাবনা; কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা; সুবীর কুমার দাশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনা। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিজ্ঞানী, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, প্রগতিশীল কৃষক/কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

মধু উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

ঝালকাঠিতে কৃষিসিনেমা কুইজের অনুষ্ঠানে ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক

ঝালকাঠিতে কৃষিসিনেমা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ সন্ধ্যায় সদর উপজেলার সৈয়দা জামিলা খাতুন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিস আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদার। ডিএই ঝালকাঠির উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্রের বরিশালের আঞ্চলের হাব ম্যানেজার হীরা লাল নাথ এবং ঝালকাঠি সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার আলী আহম্মদ।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিমিট বাংলাদেশের গবেষণা ও উন্নয়ন সমন্বয়কারী মো. শহীদুল ইসলাম, গবেষণা সহযোগী ড. শহীদুল ইসলাম, কৃষক সৈয়দ আলী খান, সখি আক্তার, রিফাত হোসেন প্রমুখ। কুইজ প্রদর্শনে পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন মো. হাসান ইমাম রাহাত, সুমাইয়া আক্তার, শারমিন আক্তার, লামিয়া আক্তার ইভা এবং মো. নাইম লস্কার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদার বলেন, শিক্ষণীয় যেকোনো অনুষ্ঠানে কুইজের আয়োজন করা হলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি আনন্দও পাওয়া যায় বেশ। অনুষ্ঠান সহযোগিতায় ছিল উপজেলা কৃষি অফিস এবং সিমিট বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সম্প্রসারণ বার্তা
৪৭তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা
❑ মাঘ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ; জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

কানাডা বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু –মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)-এর সাথে ঢাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং (Ajit Singh) এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন (মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৫)।-পিআইডি

কানাডা বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ)। ২১ জানুয়ারি ২০২৫ সচিবালয়স্থ নিজ অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাতকালে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, কানাডার সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক অর্ধশতাব্দীরও বেশি। এ সম্পর্ক শুধু দেশের সাথে দেশের নয়, প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের ও জনগণের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক। দেশের কৃষিসহ বিভিন্নখাতে বাংলাদেশ কানাডার আরও সহযোগিতা আশা করে বলে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে জানান। সাক্ষাৎকালে কৃষি, খাদ্যশস্য আমদানি, কৃষি যান্ত্রিকীকরন, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষিবিদদের উচ্চশিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

বৈঠকের শুরুতে উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। হাইকমিশনার বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে তার দেশ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে আগ্রহী জানিয়ে পটাশ সার রপ্তানি, ডেইরি ও পোল্ট্রি খাতের ভ্যাকসিন সরবরাহসহ বিবিধ বিষয় অবগত করলে উপদেষ্টা তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

বৈঠকে বাণিজ্যিক কাউন্সিল দেবরা বয়সি (Ms. Debra Boyce), কাউন্সিলর (রাজনৈতিক) মার্কাস দেবিস (Marcus Devies), উন্নয়ন কাউন্সিলর স্টিফেন উইভার (Stephen Weaver) সহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষি ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমাতে জৈবসার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার প্রয়োজন

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাকির হোসেন বলেন কৃষি ও স্বাস্থ্য প্রচণ্ড ঝুকির মধ্যে। এজন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসার ও জৈব বালাই-নাশকের দিকে আসতে হবে। মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরাগায়নে বিকেলে বেলা ফসলের জমিতে স্প্রে করতে হবে। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ সকাল ১১টায় ঈশ্বরদী উপজেলার সাড়া গোপালপুর গ্রামে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনার আয়োজনে মধু উৎপাদনের কলাকৌশল ও মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা শীর্ষক মৌ-খামারি ও উদ্যোক্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। প্রধান

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ব্রি মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ২০২৩-২০২৪ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. রুহুল আমিন খান, চেয়ারম্যান, বিএডিসি, ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, মো. ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং Guest of Honor Dr. jiaqun Shi, FAO Representative for Bangladesh. এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থার প্রধান ব্রি বিজ্ঞানী, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী ও কৃষক প্রতিনিধিগণ প্রমুখ। প্রধান অতিথি ব্রি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি বিভিন্ন জাতের ধানের স্টল পরিদর্শন করেন। (১৮-২৪ জানুয়ারি ২০২৫),

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অদা.) আর্টিস্ট ডিজাইনার, সুদীপ্ত শিকদার কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd